কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৫৫তম বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৫তম (বিশেষ) সভা গত ২৮/৫/২০০৭ খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ এম নূরুল আলম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে বিএআরসির সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।
সভাপতি মহোদয় কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। জনাব মনজুর-ই-মোহাম্মদ, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনার সূত্রপাত করেন।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ আমন/২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী জনাব মনজুর-ই- মোহাম্মদ এবং তার পক্ষে উপ-পরিচালক (ভিটি) জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার কর্তৃক ২০০৫-২০০৬ আমন মৌসুমে আবাদকৃত হাইব্রিড এইচ-১১৪ থেকে এইচ-১২০ মোট ৭টি এবং ২০০৬-২০০৭ আমন মৌসুমে আবাদকৃত হাইব্রিড এইচ-১৭২ থেকে এইচ-১৮৪ মোট ১৩টি জাতের পরীক্ষণের ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। ফলাফল পর্যালোচনাকালে জনাব মোঃ মাহাবুর রহমান, প্রতিনিধি এ আর মালিক বলেন, দাখিলকৃত ফলাফল Statistical Analysis পূর্বক দাখিল করা উচিত ছিল। আবদুল আজিজ, প্রতিনিধি ব্র্যাক বলেন যে, হাইব্রিডের জীবনকাল চেক জাত ব্রিধান-৩১ এর চেয়ে ১৫-২০ দিন কম পরিলক্ষিত হচ্ছে বিধায় চেকজাত হিসেবে ব্রিধান-৩১ এর পরিবর্তে ভবিষ্যতে ব্রিধান-৩৩ ব্যবহার করা যায় কিনা তা বিবেচনার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানী বলেন যে, রোপা আমন মৌসুমে হাইব্রিডের জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ- (ক) রোপা আমন ধানের হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দিনপ্রতি ফলন (Per day yield) কে বিবেচনায় আনা এবং
(খ) যে সমস্ত জাত ইতোমধ্যে বোরো মৌসুমে অঞ্চল ভিত্তিক নিবন্ধিত হয়েছে সে জাতগুলোকে আমন মৌসুমে এক বছরের ট্রায়াল ফলাফলের ভিত্তিতে নিবন্ধনের বিষয়টি বিবেচনা করা।

ডঃ মোঃ আবদুস সালাম, বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ ও রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর, ব্রি বলেন যে, রোপা আমনে হাইব্রিডের জীবনকাল ব্যবহৃত চেকজাত ব্রিধান-৩১ এর চেয়ে কম বিধায় ব্রিধান-৩১ এর পাশাপাশি ব্রিধান-৩৩কে চেকজাত হিসেবে রাখা যেতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, তবে যে কোন অবস্থায়ই হউক না কেন হাইব্রিড জাতের ধানের ফলন চেক জাতের ফলনের চেয়ে অবশ্যই ২০% বেশী হতে হবে। জনাব এ ডব্লিউ জুলফিকার, সিএসও এবং প্রকল্প পরিচালক, হাইব্রিড রাইস, ব্রি, গাজীপুর ডঃ আবদুস সালাম এর সাথে একমত পোষণ করেন এবং বলেন যে, যেহেতু আমন মৌসুমে ধানের উৎপাদন ক্ষমতা (Potentiality) কম এই জন্য দিনপ্রতি ফলনের ভিত্তিতে জাতের নিবন্ধন হওয়া যুক্তিযুক্ত। ডঃ নাসির, প্রতিনিধি ইউনাটেড সীড কোম্পানী বলেন যে, চেক জাতের ফলন কম হওয়ার ফলে (বিশেষ করে রংপুর অঞ্চলে) হাইব্রিডের ফলন তুলনামূলকভাবে বেশী হয়েছে। এতে করে হাইব্রিডের প্রকৃত ফলন ক্ষমতা মূল্যায়ন করা কঠিন। এ বিষয়টির প্রতিও ভবিষ্যতে নজর রাখা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে চেক জাত থেকে কম পক্ষে ২০% এর অধিক ফলন প্রাপ্তির বিষয়টি কোনক্রমেই ছাড় দেওয়া উচিত হবে না।
অতঃপর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, কৃষকের স্বার্থে হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে ফলনকে অবশ্যই প্রধান্য দিতে হবে। এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন যে, এই কার্যপত্রে চেক জাতের সাথে গড় ফলন এবং দিন প্রতি ফলনের বিষয়ে হাইব্রিড জাতের তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে বিধায় অদ্যকার সভায় কোন বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় এই কার্যপত্র থেকে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার নিমিত্তে ডঃ মোঃ আবদুর রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য) কে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। উক্ত কমিটির আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে কার্যপত্রে উল্লেখিত ফলাফল রিভিউসহ পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রতিবেদন তৈরীপূর্বক কারিগরি কমিটির সদস্য সচিব ও পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট দাখিল করবে।
বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হলো ঃ

সিদ্ধান্ত ঃ আমন/২০০৫-২০০৬ ও ২০০৬-২০০৭ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের মূল্যায়ন ফলাফল পর্যালোচনাসহ রিভিউ করণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো ঃ

১। জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকা	আহবায়ক
২। জনাব এ ডব্লিউ জুলফিকার, সিএও ও প্রকল্প পরিচালক, হাইব্রিড রাইস ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩। জনাব মোঃ নুরুল হক, উপ পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪। জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রিম সীড কোম্পানী	সদস্য
৫। জনাব মোঃ মাহবুব আনাম, ব্যবস্থাপক, চেইন্স ক্রপ সাইন্স কোম্পানী লিঃ	সদস্য
৬। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য-সচিব

সভায় আরো কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মনজুর-ই-মোহাম্মদ)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ এম নূরুল আলম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।